



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla
ISSUE-14 25th October 2026 ◆ Sunday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

ডিসেম্বরে শিলং সফরে রাহুল গান্ধী

গুয়াহাটি : শিক্ষা ও বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিতে পারেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আগামী ডিসেম্বরে তাঁর শিলং সফরের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মেঘালয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভিনসেন্ট পালা। শনিবার পালা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনি রাহুল গান্ধীর কাছে একটি টাউন হল মিটিংয়ের আবেদন জানিয়েছেন। এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হবে পরীক্ষার অনিয়ম, কিউয়েট SCUET পরীক্ষার্থীদের সমস্যা এবং ওই অঞ্চলে চাকরির সুযোগের অভাব। রাহুল গান্ধী বর্তমানে দিল্লি বাইরে থাকায় সফরের চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হয়নি, তবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষার্থীরা তাঁদের সমস্যা সরাসরি জাতীয় স্তরের নেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ফের ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে অসম

২৭ অক্টোবর বন্ড বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ

গুয়াহাটি : রাজ্যের ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে আগামী ২৭ অক্টোবর ফের ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে চলেছে অসম সরকার। রাজ্য অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯ বছরের মেয়াদের সরকারি বন্ডের বিনিময়ে এই অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এর আগে চলতি মাসের ১৩ অক্টোবরও ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এক মাসের মধ্যে দু'দফায় বিপুল অঙ্কের ঋণ নেওয়ার উদ্যোগে অসমের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী, মে মাস থেকে ২৭ অক্টোবরের প্রস্তাবিত ঋণ-সহ নির্দিষ্ট দফাগুলিতে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ১১, ৮৫০ কোটি টাকা। তবে এই অঙ্কটি উল্লিখিত

ঋণগুলির যোগফল, রাজ্য সরকারের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ নয়।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০১৬ সালের মার্চে অসমের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১, ৯৬৪ কোটি টাকা। পরবর্তী সময়ে তা বেড়ে ২০২৫ সালের মার্চে ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টাকায় পৌঁছয়। বর্তমানে রাজ্যের মোট ঋণ ২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বর্তমান ঋণের পরিমাণের সর্বশেষ সরকারি হিসাব যাচাই করা প্রয়োজন।

সরকারি প্রকল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক ব্যয় মেটাতে ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ঋণের অর্থ কতটা উৎপাদনশীল কাজে

ব্যবহৃত হচ্ছে, রাজস্ব আদায় কতটা বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে সুদ-সহ ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কতটা, সেই প্রশ্নগুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে রাজ্যের ঋণ-রাজস্ব অনুপাত, সুদ পরিশোধের ব্যয় এবং রাজস্ব ঘাটতির মতো সূচক গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ সরকারি তথ্য ছাড়া অসমের আর্থিক স্থিতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

২৭ অক্টোবরের প্রস্তাবিত ঋণ রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিচালনা নিয়ে বিতর্ককে ফের সামনে এনেছে। উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক ব্যয়ের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ঋণের বোঝা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ।

উত্তমকুমারের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজায় মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার সমৃদ্ধির প্রার্থনা

কলকাতা : মহানায়ক উত্তমকুমারের ভবানীপুরের বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৯৫০ সালে ছেলে গৌতমের জন্মের বছর উত্তমকুমারের ইচ্ছায় চট্টোপাধ্যায় পরিবারে এই পূজোর সূচনা হয়। সেই ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছে পরিবারের নতুন প্রজন্ম। পূজো উপলক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাড়ু নিয়ে নিজের পছন্দের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। গুড়ের নাড়ু, সাদা নাড়ু, নাকি তিলের নাড়ু; প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিনটিই তাঁর ভীষণ পছন্দ। লক্ষ্মীপূজোর খিচুড়ি ভোগ এখনও খাননি জানিয়ে তিনি বলেন, বাড়িতে পূজো রয়েছে। সেখানে গিয়েই ভোগ খাবেন। বাংলার উন্নয়নের জন্য লক্ষ্মীর কাছে কী প্রার্থনা, তার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা সমৃদ্ধ হোক, আরও শিল্প আসুক, ব্যবসার উন্নতি হোক এবং যুবসমাজের কর্মসংস্থান বাড়ুক। কৃষকের ভালো ফসলের কামনাও করেন তিনি। ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে এই লক্ষ্যের গ্যারান্টি বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।



মণিপুরের সিনাই শিবিরে অভিযান, গ্রেফতার ১৭

ইম্ফল : মণিপুরের সিনাই শিবিরে যৌথ নিরাপত্তা অভিযানে ১৭ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। কুকি সশস্ত্র সংগঠনের সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁরা শিবিরে অবস্থান করছিলেন বলে অভিযোগ। ২৩ অক্টোবর মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফের কুকি অ্যাকশন টিম ও কোবরা বাহিনী যৌথ অভিযান চালায়। উদ্ধার হয়েছে ২৪টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৮টি ম্যাগাজিন, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং বেতার যোগাযোগের সরঞ্জাম। পুলিশের দাবি, ধৃতদের মধ্যে আটজন নিজেদের কুকি ন্যাশনাল আর্মি



(কেএনএ) এবং ন'জন কুকি লিবারেশন আর্মির (কেএলএ) সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর তিন মেইতেই নাগরিকের হত্যাকাণ্ডের পর এই অভিযান ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

জুবিনের ন্যায়বিচারের দাবিতে ২৯ অক্টোবর অসমজুড়ে মশাল মিছিল

দুই অভিযুক্তের জামিনে নতুন করে ক্ষোভ, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি

গুয়াহাটি : জুবিন গার্গের মৃত্যুর মামলায় দুই অভিযুক্তের জামিনের পর ন্যায়বিচারের দাবিতে ফের আন্দোলনের পথে নামছে অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আছু)। আগামী ২৯ অক্টোবর অসমের প্রতিটি জেলা সদরে মশাল মিছিলের আয়োজন করেছে সংগঠনটি। আছুর দাবি, বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনও গাফিলতি না করে আদালতে যথাযথ তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে হবে এবং দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।



বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জুবিনের মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছিলেন। অথচ এখনও মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি।

তাঁর বক্তব্য, ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার চলায় আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত থাকলেও ন্যায়বিচারের দাবি মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তদন্তে সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণ যথাযথভাবে আদালতে পেশ করা সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আছু জানিয়েছে, ২৯ অক্টোবরের কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণ, অহিংস ও গণতান্ত্রিক। বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলেও ঊর্শ্বারি দিয়েছে সংগঠনটি।

অসমে ৩১,৪৮৬ বুথে ‘ভোট রক্ষক’ নিয়োগ করবে কংগ্রেস

গুয়াহাটি : বিশেষ সংক্ষিপ্ত ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া (এসএসআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব অসম প্রদেশ কংগ্রেস। ভোটার তালিকায় প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়া বা ভুলো নাম অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের ৩১,৪৮৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ‘ভোট রক্ষক’ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। পাশাপাশি ৬৬৯টি পুরসভা ও নগর এলাকার ওয়ার্ডেও দায়িত্ব দেওয়া হবে দলীয় কর্মীদের। শনিবার গুয়াহাটির রাজীব ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান এপিসিসির সাধারণ সম্পাদক বিপুল গগৈ। প্রাক্তন বিধায়ক সত্যব্রত কলিতা

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, মাত্র আট মাসের ব্যবধানে ফের সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উদ্বেগজনক।

কংগ্রেসের দাবি, যোগ্য নাগরিকদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া যুবক-যুবতীদের ফর্ম ৬ পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন জানিয়েছে দল। ‘ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও’ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের ৩৫টি জেলা ও ৩০১টি ব্লকে প্রচার চালানোর কথাও জানিয়েছে কংগ্রেস। তবে ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।



রবিবার, ৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

বাণিজ্যের দরবারে আমেরিকা: বিশ্বক্ষমতার পরিবর্তিত সমীকরণ

একদা ওয়াশিংটনের নির্দেশ ছিল বিশ্ব রাজনীতির অলিখিত আইন। নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক এবং কূটনৈতিক চাপের মাধ্যমে বিশ্বকে নিজের শর্ত মানতে বাধ্য করার একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল আমেরিকার হাতে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘লেনদেননির্ভর কূটনীতি’ আজ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের জন্ম দিয়েছে। শক্তির প্রদর্শন আর বাস্তব নির্ভরতার এই সংঘাত আজ প্রশ্ন তুলছে: আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য কি ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু?

ক্ষমতার একটি সহজাত প্রবণতা হলো নিজেকে চিরস্থায়ী মনে করা এবং অন্যের প্রয়োজনীয়তাকে দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দাপট আর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এক জিনিস নয়। মিত্রদের আস্থা নষ্ট করে এবং প্রতিপক্ষকে বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য করে সাময়িক সুবিধা আদায় করা গেলেও, দীর্ঘমেয়াদে সেই কৌশল বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান কূটনীতি সেই আশঙ্কাই উসকে দিচ্ছে।

সম্প্রতি মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর মুম্বই সফর নিছক কোনো সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল না। ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক, জ্বালানি পরিশোধন এবং বিনিয়োগের আলোচনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শক্তিদ্বয় দেশটিও এখন তার প্রয়োজন মেটাতে ভারতীয় পুঁজি, শিল্পক্ষমতা ও বাজারের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারছে না। এখানেই সময়ের পরিবর্তন। যে আমেরিকা একসময় নিজের বাজারে প্রবেশাধিকারকে বিশেষ সুবিধা হিসেবে তুলে ধরত, আজ সেই আমেরিকাকেই বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আকৃতি জানাতে হচ্ছে। একদিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্কের চাপ, অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর সহযোগিতা চাওয়া; এই বৈপরীত্য শুধু কূটনৈতিক পরিহাস নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির পারস্পরিক নির্ভরতার এক জলজ্যান্ত প্রতিফলন।

ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতির মূল অস্ত্র হলো শুল্ক। তাঁর যুক্তি, উচ্চ শুল্ক দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করবে এবং কর্মসংস্থান বাড়াবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং আন্তঃসংযুক্ত। আমদানি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতার পকেটেই পড়ে। ভারতের ক্ষেত্রে মার্কিন শুল্কনীতি এবং রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার বিষয়ে শান্তিমূলক পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জটিল করেছে। অথচ জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আমেরিকা নিজেই যদি রাশিয়ার জ্বালানির দিকে তাকায়, তবে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাকে ভিন্নাঙ্গিততে দেখার যৌক্তিকতা কোথায়? কূটনীতিতে এই ধরনের দ্বৈত মানদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী আস্থা তৈরি করে না; বরং মিত্রদের মনে সন্দেহ জাগায় এবং তাদের স্বাধীন সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে।

ভারতীয় শিল্পপতিরা এখন আর কেবল আমেরিকার পণ্যের গ্রাহক নন; তারা এখন বৈশ্বিক পুঁজি ও প্রযুক্তির অন্যতম নিয়ন্ত্রক। বিনিয়োগের জন্য আমেরিকার যেমন পুঁজি প্রয়োজন, তেমনি ভারতীয় সংস্থাগুলোর প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বাজার ও উন্নত প্রযুক্তি। অর্থাৎ, এই সম্পর্ক এখন আর একতরফা অনুগ্রহের নয়, বরং পারস্পরিক স্বার্থের। তবে ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি আত্মতুষ্টির নয়, বরং সতর্কতার। প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে বিনিয়োগের বাস্তবায়ন এবং প্রযুক্তির ন্যায্য হস্তান্তরের ওপর। ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই পারস্পরিক নির্ভরতাকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সুবিধায় রূপান্তর করা।

চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কও একই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যদিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে সমঝোতা; এই অস্থিতিশীল নীতি মিত্র দেশগুলোর, বিশেষ করে ইউরোপীয় জোটের মনে উদ্বেগ তৈরি করেছে। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা যখন কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে এবং নীতির ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে, তখন মিত্র দেশগুলো বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হয়।

লেনদেনভিত্তিক কূটনীতিতে প্রতিটি সম্পর্ককে তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতির হিসেবে মাপা হয়। কিন্তু নিরাপত্তা, জলবায়ু এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলো বাজারের দরদামের মতো পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি সিদ্ধান্ত যদি রাজনৈতিক সুবিধার সাথে বদলে যায়, তবে বিশ্ববাসী আমেরিকার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব আঞ্চলিক জোট ও উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলবে। আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এখনও অসীম, তাই আধিপত্যের অবসান হবে; এমন সিদ্ধান্ত আগাম নেওয়া ভুল। তবে ক্ষমতা এখন বহুমুখী হচ্ছে; একক শর্তে বিশ্ব পরিচালনা করা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এই সন্ধিক্ষণে ভারতের জন্য কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। আমেরিকার সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি রাশিয়া ও চীনের সাথে বাস্তববাদী সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

মণিপুরে শান্তি ফেরানোর পথ : ভাগবতের বিজয়া দশমীর বার্তা কতটা প্রাসঙ্গিক?

কে আর সি টাইমস নিউজ ডেস্ক

সংবিধানের মর্যাদা, আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ; বিজয়া দশমীর ভাষণে এই বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত। দীর্ঘ সংঘাত ও অবিশ্বাসে বিপর্যস্ত মণিপুরে এই বার্তার তাৎপর্য নির্ভর করছে বাস্তবে নিরাপত্তা, পুনর্বাসন ও পারস্পরিক আস্থা কতটা ফিরিয়ে আনা যায়, তার উপর।

নাগপুর, ২৫ অক্টোবর: মণিপুরের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত শুধু প্রাণহানি, ঘরছাড়া মানুষের দুর্ভোগ কিংবা সম্পত্তির ক্ষতিতেই সীমাবদ্ধ নেই। এই সংকট বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস বাড়িয়েছে, সামাজিক সম্পর্কে দুর্বল করেছে এবং নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে একাধিক কঠিন প্রশ্ন সামনে এনেছে। এই পরিস্থিতিতে গত ২০ অক্টোবর নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতের বিজয়া দশমীর ভাষণে উঠে আসা কয়েকটি বিষয় মণিপুরের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতা, দায়িত্বশীল প্রতিবাদ, সামাজিক সম্প্রীতি, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, যুবসমাজের বিকাশ এবং রাজনৈতিক স্বার্থে জনঅসন্তোষকে ব্যবহার করার বিপদ; ভাগবতের বক্তব্যে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর বক্তব্যের একটি মূল দিক হল, সামাজিক সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়; রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আন্দোলনকারী সংগঠন এবং সাধারণ নাগরিকদেরও নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু মণিপুরের মতো সংঘাতবিশ্বস্ত রাজ্যে প্রশ্নটি শুধু এই নয় যে শান্তি ও ঐক্যের আহ্বান কতটা আকর্ষণীয়। আসল প্রশ্ন, সেই আহ্বান বাস্তবে কতটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, ঘরছাড়া মানুষকে পুনর্বাসনের সুযোগ দিতে পারে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিন উপেক্ষিত হলে, কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হলে, ক্ষোভ জমতে থাকে। ভাগবতও স্বীকার করেছেন, সমাজের সমস্যা এবং ব্যবস্থার ত্রুটি থেকেই অনেক সময় প্রতিবাদের জন্ম হয়। তাঁর আপত্তি সেই ক্ষোভকে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের হাতিয়ার করে তোলা, যার ফলে সমাজে বিভাজন আরও গভীর হয়।

মণিপুরের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, পুনর্বাসন ও দায়বদ্ধতার দাবি রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে উঠেছে বলেই তা উপেক্ষা করা যায় না। সংঘাতে ঘরছাড়া পরিবারগুলির প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা, জরুরি পরিষেবা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফেরার বাস্তব সুযোগ।

একই সঙ্গে যে কোনও আন্দোলন বা জনসমাবেশের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন থাকা প্রয়োজন। সেই কর্মসূচি কি সমাধানের পথ তৈরি করেছে, নাকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়িয়েছে? সরকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু সংযমের আবেদন জানালেই মানুষের ক্ষোভ দূর হয় না। ক্ষতিগ্রস্তদের কথা শোনা, ন্যায্য দাবির জবাব দেওয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণ স্পষ্ট করে জানানো; দায়িত্বশীল শাসনের অপরিহার্য অংশ।

ভাগবতের ভাষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, জনরোষ বা তীব্র আবেগ কাউকেই সংবিধান ও আইনের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা সরকার, আন্দোলনকারী সংগঠন এবং জনসমর্থন চাওয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব; সবার ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য।

মণিপুরে সংবিধানের মর্যাদা শুধু বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি জানানোর সুযোগ থাকতে হবে এবং তাঁদের অভিযোগের নিরপেক্ষ শুনানি নিশ্চিত করতে হবে।

কোনও জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বা জনরোষের অজুহাতে হিংসা, হুমকি কিংবা সমষ্টিগত শাস্তিকে বৈধতা দেওয়া যায় না।

একইভাবে আইনের প্রয়োগে ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি। মানুষের মনে যদি এই ধারণা তৈরি হয় যে তাদের নিরাপত্তা কিংবা ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ জাতিগত পরিচয়, রাজনৈতিক যোগাযোগ অথবা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করেছে, তা হলে প্রশাসনের উপর আস্থা দুর্বল হবে। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, বিপন্ন নাগরিকদের সুরক্ষা এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও দায়িত্ব রয়েছে নিজেদের সমর্থকদের ক্ষেত্রে সেই একই মানদণ্ড প্রয়োগ করার, যা তারা বিরোধীদের কাছে দাবি করে। সুবিধামতো সংবিধানের কথা বলা যায়, কিন্তু নির্বাচিতভাবে আইন মানার আহ্বান জানালে তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না।

ভারতের সংবিধানের সূচনা; ‘আমরা, ভারতের জনগণ’; উল্লেখ করে ভাগবত যৌথ জাতীয় পরিচয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বৈচিত্র্যে ভরা সমাজে একা শুধু স্লোগানের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে না। নাগরিকের সমান অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বাস্তবে নিশ্চিত করতে পারে; এমন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক আচরণ প্রয়োজন।

মণিপুরে মেইতেই, নাগা, থাডো, জোমি, কুকি, মেইতেই পাস্গাল-সহ একাধিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাদের পরিচয় ও উদ্বেগকে একটিমাত্র বয়ানে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

ঐক্যের অর্থ কোনও জনগোষ্ঠীকে নিজের স্বাভাবিক বিসর্জন দিতে বলা নয়। বরং প্রত্যেকের মর্যাদা স্বীকার করা এবং নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক সুরক্ষা কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না; এই নীতিতে আস্থা তৈরি করা।

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা সহজ হবে না। বিশেষত যেসব পরিবার প্রাণহানি, ঘরছাড়া হওয়া কিংবা দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষত সারতে সময় লাগবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সব জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এক সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষত সারানো সম্ভব নয়। অন্যের কষ্টকে স্বীকার করলে নিজের কষ্টের গুরুত্ব কমে যায় না। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের ভূমিকার উপরও ভাগবত গুরুত্ব দিয়েছেন। মণিপুরে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, নারী সংগঠন, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী দল এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন শিক্ষা, ত্রাণ ও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ ফিরিয়ে আনতে পারে।

তবে এই উদ্যোগগুলি সরকারের দায়িত্বের বিকল্প হতে পারে না। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধের বিচার করা এবং ঘরছাড়া মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের কর্তব্য পালন করলে এবং মানুষকে ভয় ছাড়াই সহযোগিতার সুযোগ দিলে সামাজিক উদ্যোগের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে।

সংলাপ শুরু করার জন্য সব রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সমাধান হয়ে যাওয়া জরুরি নয়। শিশুদের পড়াশোনা, চিকিৎসা, জরুরি পরিষেবা কিংবা ঘরছাড়া পরিবারের সহায়তার মতো বিষয়গুলিতে সহযোগিতা দিয়েই যোগাযোগের নতুন পথ তৈরি হতে পারে। তাতে সব বিরোধ মিটে যাবে না, কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্ক পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরি হবে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো তথ্য যাচাই না করে বিশ্বাস করার প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাগবত। সংঘাতবিশ্বস্ত সমাজে এই সতর্কতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। পুরনো ছবিকে সাম্প্রতিক ঘটনা বলে প্রচার করা, যাচাইহীন ভিডিও ছড়ানো কিংবা বিভ্রান্তিকর দাবি মানুষের ভয় ও ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য যাচাই করাও নাগরিক দায়িত্বের অংশ হওয়া উচিত।

মণিপুরের অখণ্ডতা নিয়ে আপস নয়, ‘টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল’ গঠনের খবর খারিজ রাজ্য সরকারের

ইম্ফল : মণিপুরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না; স্পষ্ট বার্তা দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যে প্রস্তাবিত ‘টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল’ বা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সভাবনা নিয়ে প্রকাশিত খবরকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া বলে খারিজ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিংয়ের সরকার। রাজ্যের সীমানা ও অখণ্ডতা রক্ষায় কেন্দ্র এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের কাছে মন্ত্রীপুখরিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রমোদ বোরো, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কালিতা এবং গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র প্রাক্তন স্পেশ্যাল ডিরেক্টর এ কে মিশ্র। রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা এবং বিভিন্ন



সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও আস্থা পুনর্গঠনের পথ খুঁজতেই এই বৈঠক বলে জানিয়েছে সরকার।

বৈঠকে মণিপুরের মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী কোনও প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়নি বলেও স্পষ্ট করেছে রাজ্য সরকার। টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে যে খবর ছড়িয়েছে, তাকে ‘ভিত্তিহীন ও মনগড়া’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সরকারি বক্তব্যে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মণিপুরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নিজেদের অবস্থান বারবার স্পষ্ট করেছে। সরকারের কথায়, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যে কোনও মূল্যে মণিপুরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করবে।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে জাতিগত সংঘাতের জেরে মণিপুরে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা পুনর্গঠন এখনও প্রশাসনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের খবরকে ঘিরে তৈরি হওয়া জল্পনা খারিজ করে রাজ্য সরকার অখণ্ডতার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান ফের স্পষ্ট করল। তবে প্রস্তাবিত পরিষদ নিয়ে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তার উৎস বা নির্দিষ্ট ভিত্তি সম্পর্কে বিবৃতিতে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

শ্রীভূমিতে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে বিহু শিল্পীদের মারধরের অভিযোগ

শ্রীভূমি : বরাক উপত্যকায় অসমিয়া গান বাজানো নিয়ে আপত্তির জেরে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে বিহু শিল্পীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে শ্রীভূমিতে। হিন্দুস্তান ক্লাবের পূজো অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিহু দলের সদস্যরা। অভিযোগ, একদল ব্যক্তি অসমিয়া গান বাজানো নিয়ে আপত্তি জানিয়ে শিল্পীদের মারধর করেন। হামলায় দলের সদস্যরা গুরুতর আহত হন বলে দাবি। ভাঙচুরের পাশাপাশি কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাওয়া এবং এক তরুণ সদস্যের সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নিরপেক্ষ তদন্ত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাছেও তদন্তের আবেদন জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। তবে পুলিশি মামলা, গ্রেফতার এবং অভিযুক্তদের পরিচয় সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। অভিযোগগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাতভর অভিযান, আটক ২৫

গুয়াহাটি : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করার মধ্যে রাতের অভিযানে ২৫ জনকে আটক করার দাবি করল অসম পুলিশ। শনিবার, ২৪ অক্টোবর রাতে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগে তাঁদের আটক করা হয়। পরে তাঁদের মূল ঠিকানায় ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

অসম পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ২৫ জনকে আটকের কথা জানান। তাঁদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

পুলিশের বক্তব্য, সীমান্ত দিয়ে অননুমোদিত প্রবেশ ঠেকাতে ধারাবাহিক নজরদারি ও অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাহারার মূল দায়িত্ব বিএসএফের। অন্যদিকে, রাজ্যের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অসম পুলিশ সহযোগিতা করে।

পুলিশ স্মরণ দিবসে শিলচরে বরাক ম্যারাথন

শিলচর : পুলিশ স্মরণ দিবস উপলক্ষে রবিবার শিলচরের সিআরপিএফ-এর সিআইএটি স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত হল বরাক ম্যারাথন। এই ম্যারাথনে ৯২ জন মহিলা ও ৮৫২ জন পুরুষসহ মোট ৯৪৪ জন দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন। উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল যুবসমাজকে নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রেখে সুস্থ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তোলা। ম্যারাথনের সূচনা করেন সিআইএটি শিলচরের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার বিক্রম সিং। সুস্থ জীবনযাপন, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ম্যারাথনে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (এসএমসিএইচ) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), শিলচরের ছাত্রছাত্রীরাও উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

এদিন ম্যারাথনে ১০ কিলোমিটার ও ২১ কিলোমিটার; এই দুই বিভাগে দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উভয় বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মেডেল ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আয়োজকদের মতে, এই ম্যারাথনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল যুবসমাজকে মাদকাসক্তি-সহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রাখা এবং তাঁদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শারীরিক সক্ষমতা ও সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানের শেষে ব্রিগেডিয়ার বিক্রম সিং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ছাত্রছাত্রী, দৌড়বিদ, আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হাইলাকান্ডিতে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ ১২০০-র বেশি ভোটার থাকায় চারটি কেন্দ্রে পরিবর্তনের প্রস্তাব

হাইলাকান্ডি : হাইলাকান্ডি জেলায় ভোটারদের সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা নির্বাচন শাখা। জেলার চারটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-র বেশি হওয়ায় ওই কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

গত ২৩ অক্টোবর হাইলাকান্ডির সম্মেলন কক্ষে ভোটকেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হাইলাকান্ডির জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক শ্রী জয় বিকাশ, আইএএস। বৈঠকে কংগ্রেস, বিজেপি, আম আদমি পার্টি (আপ) এবং এআইইউডিএফ-সহ বিভিন্ন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সামনে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব তুলে



ধরেন। নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যমান ভোটকেন্দ্রের পুনর্গঠন এবং ভোটারদের সুবিধার্থে কেন্দ্রগুলির অবস্থান পুনর্বিবেচনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, জেলার চারটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-র বেশি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাধারণ ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-র মধ্যে রাখার লক্ষ্যেই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভোটারদের নিকটবর্তী ভোটকেন্দ্রে স্থানান্তর অথবা নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও বিবেচনায় আসতে পারে।

‘চিরযুবক’ রাহুলকে কটাক্ষ, মোদীর ‘ব্যর্থ পণ্য’ মন্তব্যে সায় হিমন্তের

গুয়াহাটি : রাহুল গান্ধীকে ‘ব্যর্থ পণ্য’ বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কটাক্ষে সায় দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনী ধাক্কার পরও কংগ্রেস বারবার রাহুল গান্ধীকে নতুন করে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে চলেছে।



শুক্রবার গুয়াহাটিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা করেন তিনি।

রাহুলকে ‘চিরযুবক পণ্য’ বলে কটাক্ষ করে হিমন্ত বলেন, কংগ্রেস বছরের পর বছর তাঁকে যুবসমাজের মুখ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে তিনি একমত।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে ‘ব্যর্থ পণ্য’ বলে উল্লেখ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেস বারবার তাঁকে রাজনৈতিকভাবে নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

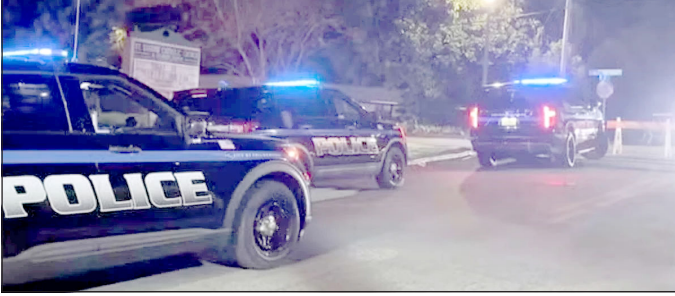


মোদীর বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে হিমন্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন, কংগ্রেস যখনই একটি ব্যর্থ পণ্যকে নতুন করে বাজারে আনার চেষ্টা করে, তখন তিনি (রাহুল গান্ধী) কিছুটা সময় কাটাতে বিদেশে চলে যান। ফিরে এসে আবার তাঁকে নতুন করে তুলে ধরা হয়। রাহুল গান্ধীর বয়স ৫৭ বছর হলেও তাঁকে যুব আইকন এবং জেন-জি-র প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা নিয়েও বিদ্রূপ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই যুক্তি মেনে নিলে আমিও জেন-জি, কারণ আমার বয়সও ৫৭। কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচারকে পণ্যের বিপণনের সঙ্গে তুলনা করে হিমন্ত আরও বলেন, ভারতের জন্য কংগ্রেস একটি পণ্য খুঁজে পেয়েছে; ‘চিরযুবক পণ্য’, যার বয়স কখনও বাড়ে না, পরিণতিও আসে না।

প্রধানমন্ত্রী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরঙ্গ আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রাহুল গান্ধী বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই নির্দিষ্ট মন্তব্যগুলির জবাব সম্পর্কে প্রতিবেদনে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা, ফ্লোরিডায় গুলিতে জখম ১২

আহতদের মধ্যে ৬ শিশু, তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক



ফ্লোরিডা : আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা। শনিবার ফ্লোরিডায় একটি ফুটবল স্টেডিয়ামের কাছে ‘হোমকামিং উইকেন্ড’ উদযাপন চলাকালীন এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণের ঘটনায় ছয় শিশু-সহ ১২ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে আমেরিকার অস্ত্র আইন এবং জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল ম্যাচ শেষ হওয়ার পর স্টেডিয়ামের কাছে বহু মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সেই সময় কয়েকজনের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে মারামারিতে গড়ায়। অভিযোগ, সেই সংঘর্ষের মধ্যেই একাধিকবার গুলি চালানো হয়। গুলিতে বেশ কয়েকজন আহত হন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও জরুরি পরিষেবার কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় পুলিশ প্রধান লরেঞ্জ রেভেল জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে শিশুদের থাকাটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর কথায়, এই ঘটনায় ছয় শিশু-সহ ১২ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে

আহতদের বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি।

পুলিশের দাবি, গুলি চালানোর পর অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। কী কারণে বচসা শুরু হয়েছিল এবং ঠিক কতজন গুলি চালিয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিকে, ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ফ্লোরিডা এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি তাদের ক্যাম্পাসের কাছাকাছি এলাকায় ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ক্যাম্পাস নিরাপদ।

আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা ও নির্বিচারে গুলিবর্ষণের ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। ফ্লোরিডার এই ঘটনায় শিশুদের আহত হওয়ার বিষয়টি নতুন করে জননিরাপত্তা এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হামলার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

‘যুদ্ধ এখন অর্থনীতির’, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সাইবার হামলা নিয়ে সতর্কবার্তা মোদির

ভুবনেশ্বর : যুদ্ধ এখন আর শুধু অস্ত্র বা রণক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, অর্থনীতিকেও দুর্বল করার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে সাইবার হামলা। রবিবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান (আরবিআই) নতুন ডেটা সেন্টার ও সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পরিকাঠামোর উদ্বোধনের পর এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে সাইবার অপরাধী ও জঙ্গিদের হাত থেকে রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। তাঁর কথায়, কোনও দেশকে দুর্বল করতে হলে তার অর্থনীতিতে আঘাত হানলেই চলে।

মোদি আরও বলেন, সাইবার হামলার ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই পুরোনো প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সরঞ্জাম দিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব



নয়। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক পরিকাঠামো এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উপর জোর দেন তিনি। আরবিআইয়ের নতুন কেন্দ্রগুলি দেশের সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন মোদি। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসের আমলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ফোনের ভিত্তিতে বিপুল অঙ্কের ঋণ দেওয়া হত। এর ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অনাদায়ী ঋণ বা এনপিএ বেড়ে পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান (এসবিআই) প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রাহকের গোপন তথ্য চুরি করে ডার্ক ওয়েবে ফাঁস করার অভিযোগ সামনে এসেছে। এসবিআই জানিয়েছে, গ্রাহকদের সম্পদ ব্যাঙ্কের হেফাজতে সুরক্ষিত রয়েছে।

মক্কা-মদিনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা হাউথিদের! সৌদিতে ভারতীয়দের সতর্কবার্তা দিল্লির

রিয়াদ : সৌদি আরবের পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি করল সে দেশের প্রতিরক্ষা সংস্থা। শনিবার সৌদির দাবি, ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আকাশেই ধ্বংস করা হয়েছে। তবে ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন এলাকায় পড়লেও হতাহতের কোনও খবর নেই। অন্যদিকে, এই অভিযোগকে ‘ডাহা মিথ্যা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথিরা। এদিকে, সৌদিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক করেছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় দূতাবাসের নির্দেশ, ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন প্রতিহত করার ঘটনার ভিডিও রেকর্ড কিংবা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

রবিবারই ইরানে ফের হামলার ছক? ‘এপিক ফিউরি’ নিয়ে বিশ্ফোরক ইঙ্গিত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন : মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ইরানের মাটিতে নতুন করে হামলা চালানো হবে না বলে ইঙ্গিত দেওয়ার পর এবার নিজেই সেই অবস্থান থেকে সরে আসার বার্তা দিলেন মার্কিন



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবারই ইরানে ফের ছোটখাট সামরিক অভিযান চালানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ফের বড়সড় সংঘাতের আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার ফ্লোরিডায় আগাম ভোট দেন ট্রাম্প। ভোট দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইরানে হামলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ততাপনার কি মনে হয়, আমি আপনাকে সে কথা জানাব? সম্ভাবনা রয়েছে আমি সেখানে হামলা চালাব। হতে পারে সেটা গতকালই। আবার ইরানের সঙ্গে সুন্দর বড়সড় একটা চুক্তি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে ইরান আদৌ কোনও চুক্তির শর্ত মেনে চলবে কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এর আগে শুক্রবারও ইরানে নতুন করে সামরিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, আমেরিকা চাইলে ছোটখাট আরেকটি ‘এপিক ফিউরি’ অভিযান চালাতে পারে। গত শুক্রবার একটি

পডকাস্টে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টম বারাকও সপ্তাহান্তে ইরানের মাটিতে ফের হামলার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন। ফলে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যে নতুন করে সামরিক পদক্ষেপের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে সংঘাত ভয়াবহ রূপ নেয়। ওই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘এপিক ফিউরি’। সেই হামলায় ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহে চাপ সৃষ্টি করে ইরান। বিশ্ববাজারে তেলের দামও উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে দুই দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হলেও লেবাননে ইজরায়েলের হামলাকে কেন্দ্র করে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। এখন ফের সামরিক সংঘাতের ইঙ্গিত মিলতেই প্রশ্ন উঠছে, কূটনৈতিক পথে সমাধানের সুযোগ কি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে?

কন্নড়ভাষী হলে চাকরি নেই! বেঙ্গালুরুর আইটি সংস্থাগুলিকে কড়া হুঁশিয়ারি শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু : কন্নড়ভাষী চাকরিপ্রার্থীদের ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করছে বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি! সমাজমাধ্যমে এমনই অভিযোগে একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিতর্ক শুরু হয়েছে।



পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কড়া অবস্থান নিলেন কন্নড়ের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। তাঁর হুঁশিয়ারি, কোনও বেসরকারি সংস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে কন্নড়ভাষীদের চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে বলে প্রমাণ মিললে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার।

বিতর্কের সূত্রপাত এক মহিলার ভিডিওকে কেন্দ্র করে। সেখানে তাঁর অভিযোগ, মাতৃভাষা কন্নড় উল্লেখ করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং চূড়ান্ত নির্বাচনের পর্যায় থেকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর আরও দাবি, কয়েকটি

আইটি সংস্থা তেলুগু ও তামিলভাষী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এমনকী বেঙ্গালুরুর কলেজগুলিতে ক্যাম্পাস নিয়োগের সুযোগ থেকেও কন্নড়ভাষীরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান শিবকুমার। তিনি স্পষ্ট করেন, কন্নড়কে কন্নড়ভাষীদের অধিকার, মর্যাদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ উপেক্ষা করতে দেওয়া হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বিশ্বের কাছে বেঙ্গালুরু ভারতের প্রযুক্তি রাজধানী হিসেবে পরিচিত। রাজ্যের কন্নড়ভাষী তরুণদের প্রতিভা ও দক্ষতা নিয়ে সরকার গর্বিত। তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি।

লক্ষ্মী পূজা : ঐতিহ্যের দীপশিখা, সমৃদ্ধির স্বপ্ন আর বাঙালির প্রাণের স্পন্দন

বাঙালির জীবন মানেই উৎসবের এক রঙিন ক্যানভাস। আর সেই ক্যানভাসের অন্যতম উজ্জ্বল একটি রং হলো ‘লক্ষ্মী পূজা’। শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের দোলা আর ভোরের শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে যখন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দেয়, তখনই আমাদের মনে পড়ে যায় মা লক্ষ্মীর কথা। লক্ষ্মী পূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়; এটি হলো আমাদের শেকড়ের টান, পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জীবনকে সুন্দরভাবে সাজানোর এক আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা।

লক্ষ্মী পূজার প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। এটি কেবল একটি দিনের উৎসব নয়, বরং প্রস্তুতিপর্ব থেকেই আনন্দ শুরু হয়ে যায়। বাড়ির প্রতিটি ঘর, প্রতিটি কোণ পরিষ্কার করা হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। বিশ্বাস করা হয়, যেখানে অপরিচ্ছন্নতা থাকে, সেখানে দেবী লক্ষ্মী প্রবেশ করেন না। এই পরিচ্ছন্নতা কেবল বাহ্যিক নয়, বরং এটি মনের ভেতরের কালিমা দূর করে শুদ্ধ হওয়ার এক সংকেত।

পূজার আগের দিনগুলোতে রান্নাঘরে চলে এলাহি আয়োজন। নারকেলের নাদু, তিলুয়া, খেঁ, মুড়ির মিষ্টি গন্ধ পুরো বাড়িকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বাড়ির বড়দের তত্ত্বাবধানে ছোটরা যখন এই কাজে সাহায্য করে, তখন সেখানে তৈরি হয় এক অদ্ভুত পারিবারিক মেলবন্ধন। সেই নাদু বানানোর আনন্দ আর খুনসুটিগুলোই আসলে উৎসবের আসল প্রাণ।

আলপনার কাব্য আর ঐতিহ্যের ছোঁয়া লক্ষ্মী পূজার সবচেয়ে সুন্দর দিকটি হলো এর শৈল্পিক রূপ। পূজার দিন ভোরেই শুরু হয় আলপনা আঁকার কাজ। চালের গুঁড়োর সাদা রঙের আলপনায় যখন উঠোন আর বারান্দা ভরে ওঠে, তখন মনে হয় প্রকৃতি নিজেই এই উৎসবের সাথে মিশে গেছে। আর সেই আলপনার মাঝে আঁকা ছোট ছোট ‘লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ’; যা প্রবেশদ্বার থেকে ঠাকুরঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পায়ের ছাপগুলো কেবল নকশা নয়, এগুলো আমাদের বিশ্বাসের প্রতীক। মনে হয়, দেবী লক্ষ্মী সত্যিই আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছেন। লাল পাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুর আর হাতে পুজোর থালা নিয়ে যখন বাড়ির মহিলারা পুজোর প্রস্তুতি নেন, তখন সেই দৃশ্যটি যেন এক জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।

কোজাগরীর রহস্যময় পূর্ণিমা লক্ষ্মী পূজার সবচেয়ে বিশেষ দিকটি হলো ‘কোজাগরী’ পূর্ণিমা। ‘কোজাগরী’ শব্দটির অর্থই হলো ‘কে জেগে আছে’। লোককথা বলে, পূর্ণিমার এই রাতে দেবী লক্ষ্মী মর্ত্যে নেমে আসেন এবং দেখেন কারা জেগে তাঁর আরাধনা করছে। সেই প্রাচীন বিশ্বাসটি আজও আমাদের মনে গেঁথে আছে। প্রদীপের মৃদু আলোয়, ধূপের সুগন্ধে যখন মন্ত্রপাঠ শুরু হয়, তখন চারপাশের পরিবেশ এক স্বর্গীয় রূপ নেয়। সেই রাতে জেগে থেকে ভক্তির ভরে প্রার্থনা করার মধ্যে যে এক ধরনের

মানসিক শান্তি থাকে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেমে গেছে, শুধু রয়ে গেছে অন্তরের সাথে পরমাত্মার এক গভীর সংযোগ।

একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সাধারণত মনে করি, লক্ষ্মী পূজা মানেই কেবল ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা বা বৈষয়িক সুখের প্রার্থনা। কিন্তু যদি একটু গভীরভাবে ভাবি, তবে দেখা যাবে সমৃদ্ধির সংজ্ঞা অনেক বেশি ব্যাপক। প্রকৃত সমৃদ্ধি কেবল ব্যাংক ব্যালেন্সের অঙ্কে মাপা যায় না। সমৃদ্ধি মানে হলো; পরিবারে শান্তি থাকা, মনে প্রশান্তি থাকা এবং সুস্থ শরীর ও মন।

মা লক্ষ্মীর আরাধনা আমাদের শেখায় যে, সম্পদ তখনই অর্থবহ হয় যখন তা সত্যতার সাথে অর্জিত হয়। লোভ আর হিংসা যেখানে বাস করে, সেখান থেকে লক্ষ্মী বিদায়

নেন। তাই এই পূজা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হওয়া এবং অন্যের মুখে হাসি ফোটানোই হলো আসল সমৃদ্ধি। যখন আমরা আমাদের প্রাপ্তি দিয়ে অন্যকে সাহায্য করি, তখনই আমাদের জীবন প্রকৃত অর্থে ‘লক্ষ্মীময়’ হয়ে ওঠে।

সামাজিক বন্ধন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্তমান যুগের ইমোজি আর সোশ্যাল মিডিয়ার ভিড়ে আমরা হয়তো অনেক কিছু হারিয়ে ফেলছি, কিন্তু লক্ষ্মী পূজার মতো উৎসবগুলোই আমাদের আবার মানুষের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এই দিনটি পরিবারের সব সদস্যকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসে। ব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি ভুলে মানুষ যখন একসাথে বসে ভোগ প্রসাদ খায়, তখন সম্পর্কের দূরত্ব ঘুচে যায়। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই পূজা মানেই হলো আগামী বছরের ফসলের আশা, অর্থনৈতিক

স্থিতিশীলতা আর এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

উপসংহার পরিশেষে বলা যায়, লক্ষ্মী পূজা আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি আমাদের শেখায় কীভাবে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে হয় এবং কীভাবে ধৈর্য ও বিশ্বাসের সাথে জীবনের লড়াই করতে হয়। দেবী লক্ষ্মীর এই আরাধনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পরিশ্রম আর সত্যতার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের প্রার্থনা হোক কেবল নিজেদের জন্য নয়, বরং সবার জন্য। পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে যেন শান্তি বিরাজ করে, প্রতিটি মানুষ যেন অভাবমুক্ত হয়ে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে। মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর হোক। কারণ, যার মনে করুণা এবং ভালোবাসার স্থান আছে, তার হৃদয়েই দেবী লক্ষ্মীর চিরস্থায়ী বাস।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions

Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবসক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

